আল-লাইল | Al-Lail | ٱللَّيْل

আয়াতঃ ৯২ : ১৬

আরবি মূল আয়াত:

الَّذِى كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿۱۶﴾

অনুবাদসমূহ:

যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। — আল-বায়ান

যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় — তাইসিরুল

যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। — মুজিবুর রহমান

Who had denied and turned away. — Sahih International

১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।(১)

(১) অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে যাবে তবে যে অস্বীকার করবে।” সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, “যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই আমাকে অস্বীকার করল।” [বুখারী: ৭২৮০]

তাফসীরে জাকারিয়া

১৬। যে (নবীকে) মিথ্যাজ্ঞান করে ও (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। [1]

[1] এই আয়াত থেকে ‘মুর্জিয়া’ (নামক একটি ভ্রষ্ট দল) প্রমাণ করে যে, জাহান্নামে কেবলমাত্র কাফেররাই যাবে। কোন মুসলমান --- তাতে সে যত বড়ই পাপী হোক না কেন --- জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস হল (কুরআন ও হাদীসের) সেই স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, বহু সংখ্যক মুসলমানও --- যাদেরকে আল্লাহ কিছু শাস্তি দিতে চাইবেন --- তারা কিছুকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। অতঃপর নবী (সাঃ) ফিরিশতা এবং অন্যান্য নেক বান্দাগণের সুপারিশের বদৌলতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। উক্ত আয়াতে সীমাবদ্ধতার সাথে যা বলা হয়েছে, তার মানে এই যে, যারা পাক্কা কাফের ও নিতান্ত হতভাগা, জাহান্নাম আসলে তাদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। যাতে তারা অবশ্য অবশ্যই অনিবার্যভাবেই চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কোন নাফরমান শ্রেণীর মুসলিম যদিও জাহান্নামে যাবে, তবুও তারা অবশ্য অবশ্যই অনিবার্যভাবেই চিরকালের জন্য তাতে স্থায়ী হবে না। বরং তাদের শাস্তিস্বরূপ এ প্রবেশ সাময়িকের জন্য হবে। (ফাতহুল ক্বাদীর)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=6074

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন